মুসলিম নারীর কেমন হওয়া উচিৎ?

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। আমরা কেবল তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই, তাঁর কাছেই হেদায়েত চাই। আমরা আমাদের নফসের সকল অনিষ্টতা এবং সকল কর্মের ভুল ভ্রান্তি থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাই। মহান আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ্ করতে পারেনা। আর তিনি যাকে গোমরাহ্ করে দেন তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ (সা) তার বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল।

হে বোন আমার,

আপনাদেরকে নসিহা বা উপদেশ দেওয়ার মত কোনো যোগ্যতা আমার নেই। তবুও হৃদয়ের গভীর থেকে কিছু কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করলাম, তাই আপনাদের প্রতি আমার এই লেখা। নিজের অযোগ্যতার কারনে যদি কোন ভুল করি বা আপনাদের কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

হে বোন আমার,

আজ আমরা দুনিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে আমরা এ কথাটি যেন ভুলেই গেছি, আমাদের পূর্ববর্তীদের মত আমরাও একদিন এ মায়াময় ধরনী থেকে বিদায় নিবো। সু-নিশ্চিত মৃত্যু একদিন আমাকেও পাকড়াও করবে, আমাদের ভাল-মন্দের প্রতিটা কর্মের হিসেব আমাদের পই-পই করে দিতে হবে। আজ আমরা দুনিয়ার কর্ম ব্যস্ততায় নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলেছি যে, দৈনন্দিন সকাল সন্ধ্যার আমলগুলো করার সময়ও যেন আমাদের হয়ে উঠেনা। অথচ মহান আল্লাহ বলেন

" তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন।" (সূরাঃহুজরতঃ১৩)

প্রিয় বোন আমার,

মহান আল্লাহর আমাদেরকে সৃষ্টি করার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে, তাহলো আমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদত করবো, তারই গোলামি করবো।

মহান আল্লাহ বলেন, " আমি মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য"। (সূরাঃ আয-যারিয়াতঃ৫৬)

হে বোন!

যেখানে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যটা স্পষ্টরুপে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা শুধুমাত্র তারই ইবাদত করব তারই গোলামি করব, এখন আমরা যদি এই তুচ্ছ দুনিয়ার মোহে পরে এ কথা ভুলে যাই যে, আপনি আমি একদিন এ মায়াময় ধরনী থেকে বিদায় নিব, আমাদের চক্ষ্যুশীতলকারী প্রিয়তম স্বামী, আমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি আমাদের কলিজার টুকরো সন্তানদের ছেড়ে আমাদেরও একদিন পাড়ি জমাতে হবে আখিরাতের উদ্দেশ্যে, আমাদের ভাল মন্দ প্রতিটা কর্মের হিসেব দিতে হবে, আমাদেরকে সেই মহা দিবসে বিচারের কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে, আমাদের জন্য চুড়ান্ত গন্তব্যস্থল নির্ধারন করা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম, তাহলে কিভাবে আমরা মহান আল্লাহর শাহী দরবারে গিয়ে দাঁড়াবো?

হে বোন,

মহান আল্লাহ আমাদের একটা দায়িত্ব দিয়ে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সে দায়িত্ব আমরা কতটুকু আন্তরিকতার সাথে পালন করি তা মহান আল্লাহ দেখবেন। আর এ দুনিয়াটা হচ্ছে তারই একটা পরিক্ষার কেন্দ্রস্থল।

আর মহান আল্লাহ বলেন, "যিনি জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে এর দ্বারা তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন কর্মক্ষেত্রে কে (এখানে) তোমাদের মধ্যে উত্তম"। (সূরাঃ মূলকঃ২)

আমরা কে কত বেশি আমল করেছি তা মহান আল্লাহ দেখবেন না বরং মহান আল্লাহ দেখবেন আমাদের তাকওয়া আমাদের পরহেযগারিতা।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) উবাই বিন কাব (রা) কে জিজ্ঞেস করেন তাকওয়া কি? উবাই বিন কাব (রা) বললেন, আপনি কি কখনো এমন কোনো সরু পথ দিয়ে চলেছেন যার দু-পাশে কাঁটাযুক্ত গাছ রয়েছে বা আপনি কি কখনও কাঁটাযুক্ত জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছেন? তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন হ্যাঁ করেছি। উবাই বিন কাব (রা) জিজ্ঞেস করলেন আপনি কাঁটাযুক্ত জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিভাবে পথ অতিক্রম করে থাকেন? উমর ইবনুল খত্তাব (রা) বললেন, আমি আমার জামা কাপড়কে গুছিয়ে, শরীরকে গুটিয়ে খুব সর্তকতার সাথে পথ অতিক্রম করি যাতে করে আমার শরীরে বা আমার কাপড়ে কোনো কাঁটা বিদ্ধ না হয়। উবাই বিন কাব (রা) তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বললেন, আপনি যেভাবে কাঁটার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য খুব সর্তকতার সাথে পথ অতিক্রম করে থাকেন ঠিক তেমনি ভাবে দুনিয়ার জীবনে সর্তকতার সাথে গুন্নাহ্ থেকে বেঁচে চলার নামই হচ্ছে তাকওয়া।

এভাবে তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই সেই বর্বর জাহিলিয়াত সমাজে বাস করেও সাহাবাগন (রা) এত উত্তম মানুষ হতে পেরেছিলেন। সেই স্বর্ণ যোগের সোনালী মানুষগুলো তো আমাদের মতই রক্তে মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন। যারা আজ আমাদের হৃদয়ের অনুপ্রেরনা। আমাদের জীবন চলার পথে আদর্শ। সেই সাহাবায়ে কেরাম (রা) তো খাদ্য, বস্ত্র আর পাশবিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েও দ্বীনের উপর পাহাড়ের মত অটল ছিলেন। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই তো মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানগুলোই বাস্তবায়ন করে গেছেন। আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ- নিষেধগুলো পালন করতে গিয়ে তারা নিজেদের জান ও মাল কুরবান করে গেছেন। মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের ইচ্ছেকে তারা তাদের জীবনের সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তারা কি আমাদের আর্দশ নয়!? তাদের ত্যাগ কি আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়!? উম্মুল মুমিনীন, মা খাদিজা, আয়শা (রা) কি আমাদের আর্দশ নন? আল্লাহর রাসূলের ফুফু সাফিয়াহ বিনতে আবদিল মুত্তালিব এর সেই বীরত্বগাথা ইতিহাস কি ভুলে গেছেন? যিনি প্রথম কোনো এক ইহুদীর গর্দান শরীর থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। সয়ং আমাদের প্রতিপালক যিনি গোটা জগতসমূহের রব! তিনি তো আমাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে সম্মান দান করেছেন। শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে আমরা সকলে কম বেশি জানি। শহীদের মত এত উচু মর্যাদা তো প্রথমে আপনার আমার মত এক নারীই পেয়েছিলেন। বোন আপনারা কি আছিয়ার কথা ভুলে গেছেন যে ফেরাউনের মত এক নিষ্ঠুর কাফেরের অত্যাচারেও তাকে তার দ্বীন থেকে সড়াতে পারেনি। বোন জয়নব আল গাজালী, আফিয়া সিদ্দিকার কথা কি আপনাদের মনে পড়েনা! যারা নিজেদের দ্বীনের হেফাযত করতে গিয়ে নিজের ঈমান রক্ষা করতে গিয়ে জালিমদের নিষ্ঠুর অত্যাচার আর বর্বর নির্যাতনের মধ্যে তাদের দিন রাত অতিবাহিত করেছেন। আবু গারীব কারাগার থেকে বোন ফাতেমার আর্তচিৎকার কি আপনাদের হৃদয়ে শীহরন জাগায় না!? তারা মহান মালিকের সন্তুষ্টির জন্য তাদের জান মাল আল্লাহর দরবারে পেশ করেছেন। তারা তো আমাদের মতই মেয়ে ছিলো। তাদের সাথে নিজেকে একটি বার তুলনা করুন তো! সেখানে আমাদের কি অবস্থা! আমরা কি তাদের মত হতে পারিনা বোন? আমরাও কি নিজের ঈমানের তাগিদে আল্লাহর দরবারে আমাদের জান মাল পেশ করতে পারিনা!

আর মহান আল্লাহ তো মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান মাল ক্রয় করে নিয়েছেন সেই সুবিশাল জান্নাতের বিনিময়ে।

বোন আমার,

শুধু আল্লাহর জন্যই বলছি, মহান রবের দিকে ফিরে আসুন। নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল থাকবেন না! আর কত সময় আপনি অবহেলায় নষ্ট করবেন! আপনার জীবনে আর কত সময়ই বা বাকি আছে তা একবার ভেবেছেন কি? তাই আপনার জীবনের সময়টুকু ফুরিয়ে যাবার আগে সাবধান হোন!।

বোন আমার!

আপনি সময় মত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথা সময়ে আদায় করছেন তো? শারঈ পর্দা করছেন তো? স্বামীর আনুগত্যে কোনো অবহেলা করছেন না তো? মিথ্যা গীবত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলছেন তো? নিজ লজ্জাস্থানের পরিপূর্ণ হেফাযত করছেন তো? বেশি বেশি নফল ইবাদত করে মহান রবের নৈকট্য লাভের এই মহা সুযোগ হাত ছাড়া করছেন না তো? সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত দোয়াগুলো পাঠ করছেন তো? আপনি কারও চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী আর কোনো সন্তানের আদর্শ মা হতে পেরেছেন তো? শশুর-শাশুরীর আদরের পুত্রবধু হতে পেরেছেন তো? ননদের আদরের ভাবি হতে পেরেছেন তো?

বোন আমার,

নিজেকে কখনও প্রশ্ন করেছিলেন কি, যে আপনি আপনার দায়িত্ব কতটুকু পালন করছেন? নিজ দায়িত্বে কোনো ত্রুটি করছেন কিনা?

মনে রাখবেন! আপনার ভাল- মন্দ প্রতিটা কর্মের জন্য একদিন আপনাকেই সে মহা বিচার দিবসে মহা প্রতাপশালী মহা শক্তিধর আল্লাহর সামনে কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। আপনার আমল, আপনার নিজ দায়িত্বের হেফাযত যদি না করেন সেদিন আপনার কি উত্তর হবে!? আপনার মন্দ কর্মের জন্য সেদিন কি আপনি লজ্জিত হবেন না বোন!? বোন আপনি নিজেকে খুব ভাল করেই জানেন! আপনি আপনার নিজ আমল নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে কতটা আন্তরিক। যদি আপনি আমার বলার চাইতেও উত্তম হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে মোবারকবাদ জানাই। আর দোয়া করি আপনাকে মহান আল্লাহ তাদের দলে শামিল করুন যাদের উপর মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর যদি আপনার আমলে কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে আজই তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন।

মহান আল্লাহ বলেন, " হে মানুষ! তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় কর। ঠিক যতটুকু ভয় তাকে করা উচিত (তার কাছে সম্পুর্ণ) আত্মসমর্পনকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যু বরন করো না" (আল-ইমরানঃ১০২)

আর মৃত্যু তো হচ্ছে এক সুনিশ্চিত বিষয়। মহান আল্লাহ আরও বলেন, " প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে" (আল-ইমরানঃ৮৫)

এই সুনিশ্চিত মৃত্যু থেকে কেও পালিয়ে বাচতে পারেনা। মহান আল্লাহ আরও বলেন, " তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, (এমনকি) তোমরা যদি (কোনো) মযবুত দুর্গেও থাকো (সেখানেও) মৃত্যু এসে হাজির হবে। (সূরাঃ নিসাঃ৭৮)

বোন আমার!

যদি আপনার ফরজ, নফল আমলে কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে আজ থেকেই নিজেকে সংশোধন করে নিন। সেই সুনিশ্চিত মৃত্যু চলে আসার পূর্বেই। এ বিষয়ে কোনোরুপ কালক্ষেপন করবেন না। স্বামীর পরিপূর্ণ আনুগত্য করবেন। স্বামীর ইচ্ছেকে নিজ ইচ্ছের উপর প্রাধান্য দিবেন। স্বামীর পছন্দকেই নিজের পছন্দ মনে করবেন। স্বামী অসন্তুষ্ট হয় এমন কথা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন। স্বামীর কোনো কাজে কষ্ট পেলে তাকে বুঝিয়ে বলবেন, আর বলতে না পারলে মাটির দিকে তাকিয়ে সবর করবেন। রাগের মুহুর্তেও স্বামীর সাথে হাসি মুখে কথা বলবেন। স্বামীর সাথে কখনও তর্কে জড়াবেন না এ বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করবেন। নিজ সন্তানদের হামজা, আলী, জাফর (রা) দের আদর্শে গড়ে তুলবেন। শশুর- শাশুরী ও ননদের সাথে কোমল আচরন করবেন। স্বামীর পরিবার, আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করার চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, আপনার হিসাব আপনাকেই দিতে হবে। তাই কেউ আপনার সাথে খারাপ আচরন করলে তার সাথে আপনি কখনও খারাপ আচরন করবেন না। মনে রাখবেন মন্দকে সব সময় ভালো দিয়েই প্রতিহত করতে হয়। সর্বদা নিজেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। তুচ্ছ এ দুনিয়ার মোহে পরে নিজেকে ধ্বংশের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিবেন না। মনে রাখবেন দুনিয়ার যা কিছু আছে সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার মতো, তা একদিন আপনার থেকে হারিয়ে যাবেই। তাই হারানো বস্তুর পেছনে ছুটবেন না যা আপনাকে একদিন ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু পরকাল হচ্ছে স্থায়ী। যা কোনো দিন আপনার থেকে হারিয়ে যাবেনা কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্থও হবেন না।

তাই আপনার সেই স্থায়ী ঠিকান আল- জান্নাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন। আর দুনিয়া হচ্ছে সেই পাথেয় সংগ্রহের স্থান। এখন যদি হেলায় ফেলায় সময় নষ্ট করেন পরে আর সময় নাও পেতে পারেন বোন। তাই সময় থাকতে পরকালের জন্য যত পারেন পাথেয় সংগ্রহ করে নিন যা আপনাকে কাল কিয়ামতের মাঠে সমস্ত পেরেশানী আর মহা বিপদ থেকে বাচিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ।

ইতি

আপনাদের বোন, উম্মে আয়েশা

সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।